ভোরের কাগজ

২৭/৫/২০০০

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১.৭ কলাম ৬

আবার বিশ্বব্যাংকের ফর্মুলায় প্যাকেজ পদ্ধতিতে বোর্ড বই ছাপার সিদ্ধান্ত

১৯৯৪ ও '৯৯ সালে মুদ্রাকরদের বাধায় উদ্যোগ সফল হয়নি

মানস ঘোষ : বিনামূল্যের প্রাথমিক স্তরের বোর্ড বই আবারো প্যাকেজ পদ্ধতিতে মুদ্রণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষের সাড়ে ৪ কোটি বই মুদ্রণ থেকেই এই পদ্ধতি কার্যকর হবে। বিশ্বব্যাংকের গাইডলাইন অনুসরণ করে তৈরি এই প্যাকেজ পদ্ধতি ১৯৯৪ ও ১৯৯৯ সালে একবার চালু করতে গিয়ে মুদ্রাকরদের প্রবল বাধার মুখে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে (এনসিটিবি) শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসতে হয়।

তবে এনসিটিবির একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তারা আশা করছেন, এবারের প্যাকেজ মুদ্রাকরদের আর্থিক সঙ্গতি বিবেচনা করেই তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে বই মুদ্রণ নিয়ে কোনো সংকটের সৃষ্টি হবে না।

সূত্র জানায়, এনসিটিবি আগামী শিক্ষাবর্ষের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ৩৩টি বইয়ের সাড়ে ৪ কোটি কপি মুদ্রণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এই সাড়ে ৪ কোটি বইকে ১৪৪টি ছোট ছোট প্যাকেজে ভাগ করা হয়েছে। দেশের ছয়টি বিভাগের প্রতিটির জন্য ২৪টি করে প্যাকেজ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

এবার বিভাগওয়ারি প্যাকেজ থাকায় নির্দিষ্ট বিভাগের প্যাকেজ পাওয়া প্রতিষ্ঠানকে ঐ বিভাগের বই মুদ্রণের দায়িত্ব দেওয়া হবে। বোর্ড সূত্র জানায়, ইতিমধ্যে দরপত্রের শর্তাবলী চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অনুমোদন পেলে চলতি মাসের মধ্যে দরপত্র আহ্বান করা হবে। এনসিটিবি আগামী বছরের প্রাথমিক স্তরের বই ● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

আবার বিশ্ব ব্যাংকের ফর্মুলায়

● প্রথম পাতার পর

মুদ্রণের যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তাতে জুলাই মাসের মধ্যে সব কাজ শেষ করে কার্যাদেশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত রয়েছে। সূত্র জানায়, মুদ্রণ কাজ বিভাগওয়ারি ভাগ করা হলেও দরপত্র হবে একটাই।

এদিকে বোর্ড সূত্র জানায়, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবার কাগজের জামানত ৫/৬ গুণ বেড়ে যাবে। আগে মাত্র ১০ শতাংশ টাকা জামানত দিয়ে কার্যাদেশ পাওয়া প্রতিষ্ঠান বোর্ডের গুদাম থেকে কাগজ উত্তোলন করতে পারতো। এবার এই জামানতের টাকা ৫০ শতাংশের বেশি করা হতে পারে। সূত্র জানায়, চলতি বছরের বই মুদ্রণের জন্য কাগজ উত্তোলন করে বেক্সিমকোর দুটি প্রতিষ্ঠান শুকতারা এবং ফ্রি প্রেসের বিরুদ্ধে খোলাবাজারে বিক্রির অভিযোগ ওঠায় জামানতের টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বোর্ডবই মুদ্রণ নিয়ে প্রতিবছর যে জটিলতা দেখা দেয় তা দূর করার জন্য এনসিটিবি এবার আগেভাগেই কার্যক্রম শুরু করেছে। সম্প্রতি এনসিটিবির সভাকক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রাথমিক স্তরের বই মুদ্রণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ঐ সভাতেই প্যাকেজ পদ্ধতি প্রবর্তনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, বিশ্বব্যাংকের অর্থ ব্যবহার করার জন্যই সরকার মূলত প্যাকেজ প্রথার দিকে ঝুঁকেছে। উল্লেখ্য, প্রাথমিক স্তরের বই মুদ্রণ খরচের একটি বড়ো অংশ বিশ্বব্যাংক দিয়ে থাকে। ১৯৯৯ সালে তাদের শর্ত অনুসরণ না করায় বিশ্বব্যাংকের টাকা ব্যবহার করা যায়নি। নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকার ২০০০ সালের বই মুদ্রণের সময়ও প্যাকেজ প্রথা গ্রহণ করেনি।

তবে বই মুদ্রণের সঙ্গে জড়িত মুদ্রণ শিল্প সমিতির নেতৃবৃন্দ প্যাকেজ প্রথা নিয়ে আগাম কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির একজন সদস্য বলেন, এনসিটিবি আগে দরপত্র আহ্বান করুক, তারপর শর্তাবলী দেখে মন্তব্য করবো।

তবে সমিতির অপর এক নেতা বলেছেন, ১৯৯৪ এবং ১৯৯৯ সালে প্যাকেজের বিরোধিতা করা হয়েছিল। কারণ ঐ সময় মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সামর্থ্যের বাইরে বড়ো বড়ো প্যাকেজের অফার দেওয়া হয়। এবারো সামর্থ্যের বাইরে কোনো প্যাকেজ হলে আমরা তা মেনে নেবো না।